অভিযান

শ্রীলীলাময় দে

প্রকাশক—বরেন্দ্র ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিশ্
কলিকাতা।

মূল্য—১৲

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

পরিচায়িকা

গ্রন্থকার একেবারে বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন—কোন কোন মাসিক পত্রে ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—সেজন্যই বোধ হয় ইনি একটু পরিচায়িকা বা ভূমিকা চাহিয়াছেন। কবিতাগুলি পড়িয়া আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভরসা করা যায়, উৎসাহ লাভ করিলে এবং অবহিত সাধনা করিলে ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি হইতে পারিবেন। ছন্দের বৈচিত্র্য সাধন, পদবিন্যাস, শব্দচয়ন ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের যথেষ্ট সতর্কতা আছে। রচনাগুলির মধ্যে যে কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—তাহা এখনও অঙ্কুরিত অবস্থায়। ভরসা করি একদিন ইহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্,
দক্ষিণ কলিকাতা।

শ্রীকালিদাস রায়

পূজনীয়া—শ্রীনির্ম্মলা বসু (ছোড়দি)

আর

প্রিয়তমা—শ্রীলীলা দের

করকমলে—

অভিযান

যৌবন দীক্ষা

বিদ্রোহীর সহচর হে মোর যৌবন
অতর্কিতে আনি দিলে উছল প্লাবন
ধীর স্থীর চিত্ত নদে। প্রতি ধমনীতে
রক্ত ধারা নৃত্য করি লাগিল বহিতে।
মঞ্জুরী স্খলিত সিক্ত শেফালিকা মত
লাগিল ঝুরিতে রুদ্ধ তপ্ত অশ্রুযত।
ওষ্ঠপুটে তুলিবারে গেনু ক্ষণে ক্ষণে
রমণীয় বিষ-পাত্র সুধা পাত্র ভ্রমে।

ঘন ঘটা অমানিশা একদা নিশীথে
স্বপনের দ্বার খুলি ডাকিয়া ইঙ্গিতে
সঙ্গোপনে কর্ণে ঢালি মরণের গীত
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিল কোন্ পুরহিত ?
বিদ্রোহী পরাণ মম সেইদিন হ'তে
খুঁজিছে, মৃত্যুর রথ চলে কোন পথে।

অভিযান

দুর্গম পথে যাত্রা তোমার হে বীর করেছ সুরু
চরণের গতি সংযত কর—বক্ষের দুরু দুরু।
নিশীথ শেষের শেষ চুম্বন
প্রিয়ার বুকের ভীরু কম্পন
মুদিত আঁখির মায়া অঞ্জন মুছে ফেল মন হ'তে
হে বীর আজিকে যাত্রা তোমার দুর্গম মরু পথে।

যৌবন জ্বালা রক্তে তোমার—শৃঙ্খল ছেঁড়া মন
অচেতন চিতে অঙ্কিত রাকা সুন্দর অনুপম।
কাল নিশি জুড়ে প্রেয়সীর মনে
কত কি এঁকেছ গোপনে গোপনে
আজি মরুপথে বিষাদ আননে ভাবিতেছ বুঝি তাই
পশ্চাতে শোন মায়া ক্রন্দন সম্মুখে বাধা নাই।

মনের ফলকে জাগ্রত রাখি বেইমানী দুনিয়ার
অম্বর চুমি হর্ম্যের তলে দুঃখীর হাহাকার।
মুছে ফেলে দিয়ে লালসার আশা
গেঁথে নাও চিতে-বেদনার ভাষা
উন্নত শিরে সত্যের পথে সুরু কর অভিযান
দীপ্ত আঁখির অগ্নিছটায় কম্পিত শয়তান।

আজি হতে বীর পিনাক-পাণির রিক্ততা লয়ে বুকে
বেদুইন বেদ চিত্তেতে গাঁথি দিগন্ত আঁকি চোখে।
কণ্টক বন কুসুমিত করি
নির্ঝর ধারা অঙ্কেতে ধরি
যাত্রা তোমার অঙ্কিত কর অরবিন্দের রাগে—
নভ বাতায়নে সুর বালিকারা অভিনন্দিছে শাঁখে।

প্রলয়ের শেষে শান্তি পয়োধি অসীমের আবাহন
অশ্রুত গানে এনে দেবে প্রাণে রক্তের জাগরণ।
পথ চলা যবে শেষ হবে তব
আঁখিতে ফুটিবে লেখা নব নব
বিশ্ব মায়ের অলকে দোলানো বিদ্যুত থরে থর
শোণিত তৃষার তৃষিত চাতক লুণ্ঠিত ভূমি পর।



জীবনের দুটো পাতা

জীবনের দু'টো পাতা
কল্পনা আর বাস্তব দিয়ে বিধাতার হাতে গাঁথা।
সাগরের উপকূলে
প্রথম পাতাটী খুলে
বালুকা বিছানো কোমল আসনে থাকিতাম সব ভুলে।
কল্পনা পাখা মেলে
মন বিহঙ্গ বিহারে ছুটিত উর্ম্মিরে পাছে ফেলে।
অরুণ যেখানে ছড়ায়ে আবীর নীলিমার অঞ্চলে
চির-যৌবনা উষসীর সনে নাচে অসীমার জলে।
উর্ম্মিবালারা নাচিয়া নাচিয়া যেথায় করিছে খেলা
কণ্ঠে পড়িছে শ্বেত ফেনহার নীল জলধির বেলা।
যেখানে বসিয়া অসীমে অসীমে কথা কয় কানে কানে
কল্পনা মন চকিত চমকে ছুটে চলে সেইখানে।
সাগর বেলায় তরঙ্গ রেখা তুলি মর্ম্মর ধ্বনি
আল্‌তায় রাঙা কোন তরুণীর পদতল দু'টী চুমি
চলে যায় ফিরে সাগরের বুকে অতল জলধি জলে
সাগরিকা সেথা মালাটী গাঁথিছে শুভ্র মুকুতা ফলে।
বারুণী যেখানে পঙ্কজ বনে প্রবাল আসন পরে
বসি নিরালায় নিশি দিন কার কথাটী ভাবিয়া মরে
ফেলে বসে বসে লোণা আঁখি জল আর বেদনার শ্বাস
উর্ম্মি কপোত আনে তটে ব'য়ে সেই বিরহের ভাষ।

তারি তীরে তীরে কত তরুণীর গোপন চাহনি নিয়া
ভ্রান্ত আশায় দুলে দুলে ওঠে কত তরুণের হিয়া।
তারপর হায় গভীর উছাসে তরঙ্গদল সনে
মনোরম যত মনের বাসনা ভেঙে পড়ে প্রতিখনে।
আমি শুধু চেয়ে দেখি
অসীমে অসীমে ভালবাসা ছাড়া আর সবি যেন মেকি!
কল্পনা ভরা মন
আতত জলধি অসীম বক্ষে লুটে ফেরে সারাখন।
এমনি করিয়া ভেসে চলে মোর জীবনের দিনগুলি
লঘুপাখা মেলে আকাশে বাতাসে সাগরে শিহর তুলি।
একদা দিনের শেষে
কি জানি কে যেন এসে
প্রথম পাতাটী ছিঁড়ে নিয়ে গেল বাতাসে বিকট হেসে।
কাব্য কবিতা ভাব উচ্ছ্বাস সব গেল মোরে ফেলে
বাস্তব এসে দাঁড়ালো সমুখে রঞ্জিত আঁখি মেলে।
কর্ম্মের রথে বাবা জুড়ে দিয়ে মোর জীবনের চাকা—
কহেন বকিয়া কি হবে লিখিয়া? যাও নিয়ে এসো টাকা।
বিয়েত' করেছ' দু'বছর হ'ল ছেলেও হয়েছে দু'টী
সবার অন্ন যোগাতে—আবার বুড়ো বয়সেতে ছুটী।
নির্ভাবনায় একালের ছেলে কেমনে কাটায় কাল
দেখে জ্বলে যায় সর্ব্বশরীর যত সব জঞ্জাল।
গৃহিনী আমারে বড় ভালবাসে মুখভার করে থাকে
কাছে গেলে পরে কথা নাহি কহে—ভাত ঢাকা দিয়ে রাখে।
বাপের বকুনি বৌ'র হেলাফেলা আর সাহেবের গুতা
তিনে মিলে মোরে করিয়া তুলিল কেরাণীর ছেড়া জুতা।

খেয়ালী

আমি খেয়ালী আমি খেয়ালী
জগতের চোখে রয়েছি রহিব
চিরদিন আমি হেঁয়ালী
খেয়ালের বসে কভু ছুটে যাই
কভু বা কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাই
কভু দরদেরে মত্ত পায়েতে দলি
প্রকৃতির কোলে লালিত হ'য়েছি
প্রকৃতির তালে চলি।

নব বৈশাখ আসে যবে নেমে
উদ্দাম মদ মত্তে
কাল-বৈশাখী ঝড় ব'য়ে যায়
মম চঞ্চল রক্তে।
মাতার রোদনে বাধা নাহি মানি
পাগলের মত ছুটি গিয়া আমি
মৃত সন্তানে ছিনাইয়া আনি
লেলিহান শিখা আগুনেতে ফেলি
হানি ঘোর করতালি
আমি উন্মাদ আমি খেয়ালী।
শ্রাবণ যখন স্তব্ধ নিশীথে
বরিষে নয়ন জলে
চিত্ত আমার কোন বেদনায়
করে ওঠে টলমল।

অভিযান

হারায়েছি হায় নহে বেশী দিন
প্রিয়তমা শোকে বড় উদাসীন
নয়নের কোনে ঝরে নিশিদিন
অঝোরের ধারে সঞ্চিত ব্যথা যত
শ্রাবণ ধারার মত।

দুই কূল ছাপি চলিয়াছে নদী
গাহি কল কল গান
শুষ্ক তপ্ত মরুময় বুকে
পড়িল জোয়ারে টান।
রুদ্ধ প্রবাহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া
উন্মাদ চিতে উঠিল নাচিয়া
খরতর বান আসিল রে ছুটে
সকল তন্ত্রী খুঁটে।
হল অবসান বরষার গান
শ্রাবণ মেঘের ঘটা
নৃত্য পাগল শিবশঙ্কর
বাঁধিল ক্ষিপ্ত জটা।
উন্মাদ চিত ছিল অস্থির
শরত পরশে হ'য়ে এলো ধীর
উচ্ছল প্রাণে ভাবনা গভীর
শ্যামল আগনে আগমনী কলগান
অন্তরে মোর বিরহের অবদান
শীতের শীতল সোহাগের তলে
জমাট বাঁধিছে সবে

অভিযান

আমার হৃদয় তন্ত্রী নাচিল
মৃত্যুর শাঁ-শাঁ রবে।
স্তব্ধ গভীর জীর্ণকুটির চকিতে সেথায় পশি'
দেখি দীন বালা প'ড়ে আছে একা—মৃত্যু শিয়রে বসি।
প্রলয়ের মত-ঝঞ্ঝার বেগে শিয়রে তাহার আসি
মৃত্যুরে তার দিনু—আগাইয়া হাসিয়া বিকট হাসি।
আমি উন্মাদ আমি খেয়ালী
নিজেরই নিকটে রহিয়া গিয়াছি
চিরদিন আমি হেঁয়ালী।
ফাগুন উতল আগুন জ্বালিল
ধরার চিত্ত বনে
বৃদ্ধ কেহ বা-কাটাতেছে কাল
মৃত্যুর দিন গনে।
মৃত্যু কুহেলী বিষাদিমা তলে দিল অঞ্চল খুলি
যমে ও মানবে নিত্য চলিল বিভৎস কোলাকুলি।
নীড় প্রাঙ্গন গহন কানন স্তব্ধ নদীর ধার
পথে ঘাটে বাটে কাঁদিয়া উঠিল মৃত্যুর হাহাকার
দেখিনুত সবি বুঝিতে নারিনু দেবতা তোমার হেঁয়ালী
বল দেব বল, আমারি মতন তুমিও নাকি গো খেয়ালী ?



ওগো জীবনের সই

ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে—
নিতি রাঙা ফুল ফুটিছে মনের কুঞ্জবনে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে প্রেম অলি মধুগুঞ্জরণে
রূপ রস মোহ প্রলোভন দিয়ে রাখো রাখো
তারে ঘিরে
ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে

পুষ্পকুমারী চকিত সলাজে ঘোম্‌টা খোলে
রক্ত কপোল তপ্ত হ'তেছে প্রেমের জলে।
অসীমের মায়া বক্ষে লুকানো শোভন সুরে
নিতি আনাগোনা চঞ্চলতা জীবন জুড়ে।
উতল হাওয়ায় পরাণ তোমার ভেসে যেতে
চায় ফিরে ?
ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে।
সাগরের বুকে কল্লোল তোলে বারুণী বালা
মেঘে মেঘে দোলে রাম ধনুকের রঙের মালা।
নভ বাতায়নে অঞ্জন মাখি নয়ন কোলে
দিক্ বালিকারা লুটাপুটি করে হাস্য রোলে।

অভিযান

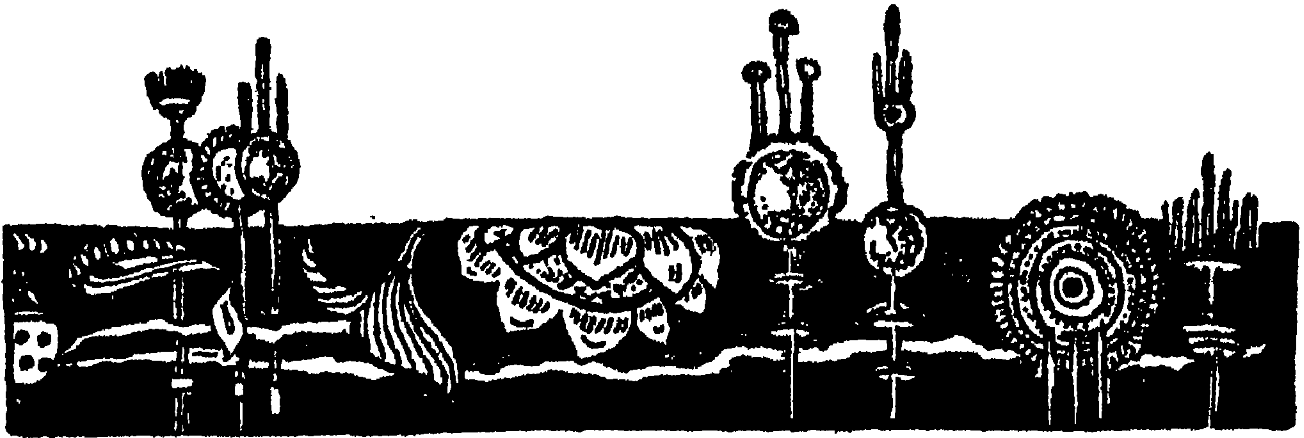
সম্মুখে চাও প্রাণ ভরে নাও চেয়ো নাকো
পিছু ফিরে
ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে।

তনুতলা বেয়ে পড়িছে তোমার রূপের ছটা
রূপ-দেবালয়ে পূজা আরতির কত না ঘটা।
মন-মন্দির দেহ-দেউলের চূড়ার তলে
লুটে পড়ে মোর মনের আগ্‌ল কত না ছলে।
তব জয় গানে সজীবতা আনে দিকেদিকে
দিক-সমীরে
ওগো জীবনের সই
এসো ধীরে এসো বাহিরে।
জীবন ঘিরিয়া কল্প-প্রসূন ফুটিতে চায়
অকালে ঝড়িয়া পড়িবে যে তব মত্ততায়।
পরাণে শ্বসিবে শত শত ফণা ব্যর্থতার
ওষ্ঠে জ্বলিবে বিষচুম্বন রিক্ততার।
তব চরণের ক্ষীপ্র গতিতে কাঁদিতেছে
চিত্‌-অধীরে
ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে।

সিন্ধু গরজে মত্ততা ভাষে আকাশে বাতাসে
বিহগ কুলায় শঙ্কিত চিতে শাবক পাশে।

অভিযান

কণ্টকময় বন্ধুর পথ পিচ্ছিল যথা তথা
শঙ্কা জাগিছে এই বুঝি বাজে চরণে ব্যথা
সবে হ'ল সুরু—বাকি বহুপথ পৌঁছিতে
নদী-তীরে
ওগো জীবনের সই
চল ধীরে অতি ধীরে।



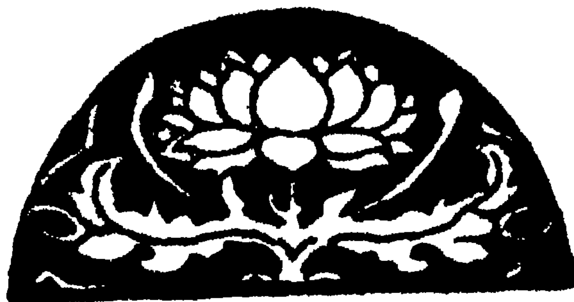
ওগো সন্ধ্যা ওগো সন্ধ্যা—

ওগো সন্ধ্যা ওগো সন্ধ্যা
তুমি ধরণীর চোখে তন্দ্রা জড়ায়ে
ফোটাও রজনী গন্ধা।
তুমি অলকার মেয়ে অলকে তোমার—
তারার মণিকা জ্বলে
তুমি ধরণীর কোলে ধ্যানের বালিকা
কণ্ঠে গীতিকা দোলে।
তুমি বেদ্‌উদগ্‌তা বেদের মন্ত্র
বেদনার বারিধার
তুমি জপ তপ মম ধ্যান আরাধনা
সাধনার মণিহার।
যবে কুণ্ঠিতা-প্রিয়া অবগুণ্ঠনে
নাবো অঙিনায় মোর
মম দেবতার ঘরে বীণা ঝঙ্কারে
টুটে তন্দ্রার ডোর।
নব পল্লীবধূর অঞ্চল আঁড়ে
কেঁপে ওঠে দীপ শিখা
হের তুলসীর মূলে অবনত শিরে
আঁকে আরতির লিখা।
শোন বেনুবনে কা'র বাঁশী ওঠে বেজে
কে চলে যমুনা জলে

অভিযান

কা'র অধীর চরণ কেঁপে কেঁপে ওঠে
আঁধার পাথার তলে।
হের রবির অধরে মিলায়েছে হাসি
কমল মুদেছে আঁখি
আর কাকলী কূজন নাহি ওঠে বনে
ঝিমায়ে পড়েছে পাখী।

আজি আমি আর তুমি চলিব স্বপনে
বিরাট আঁধার বাহি
হেথা নাহি রবে ভাষা ধরণী বিবশা
ধ্রুবতারা রবে চাহি।



চিত্ত মোর কাঁদে তার তরে—

চিত্ত মোর কাঁদে তার তরে—
নগরের বর্জ্জিত প্রান্তরে
যে রমণী আপনারে সু-সজ্জিত করি
বিলাস ব্যসনে আর রত্ন আভরনে
বিলাসীর তরে দ্বারে রহে অপেক্ষায়।
সু-সুপ্ত নগরীর স্বর্ণ-সৌধ হ'তে
ভেসে আসে কলধ্বনি বারবণিতার
কে বুঝিবে অন্তরেতে কী বেদনা তার ?
দেহের বিলাস রঙ্গে অন্তরেরে রাখিছে ভুলায়ে।
ম্লান সন্ধ্যা নাবে যবে দ্বার হ'তে দ্বারে
লজ্জাবতী বধূদের অঞ্চলের— আঁড়ে
প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে কম্পিত শিখায়
বিগ্রহের—পাদমূলে।
দিকে দিকে ওঠে বেজে শঙ্খ কলধ্বনি
প্রতিধ্বনি তার, কলঙ্কীর কর্ণে গিয়া
তোলে আর্ত্তনাদ !
ওষ্ঠের আরক্ত আভা ম্লান হ'য়ে ওঠে ঃ
শিথীল কবরী হ'তে কুসুমের দল
ঝরে পড়ে কঠিন ভূতলে।
ক্ষণিকের ক্ষণ জন্মা সে বিষাদ ছায়া
ক্ষণিকে মুছিয়া যায় তিক্ত চিত্ত হ'তে।

বিলাস বেলায় তরঙ্গিয়া ওঠে তার
যৌবনের রঙে রাঙা রোমাঞ্চিত দেহ।
মুকুরের মুখে রাখি নগ্ন দেহখানি
সাজাইতে বসে তারে বিলাস সম্ভারে।
তারপর—
সারারাত্রি ব্যাপী চলে বিযাক্ত প্রকোষ্ঠে
প্রেমের বিচিত্র খেলা।
প্রেম কোথা? প্রাণহীন দেহের বিপণী
খুলিয়া বসেছে নারী ছলিতে বর্ব্বরে।
কাম-গন্ধে অন্ধ যত পিশাচের দল
ক্লেদাক্ত দেহের ল'য়ে খেলে ছিনিমিনি
উল্লাসে আকণ্ঠ ভরে বিষ করে পান।
ধীরে ধীরে শুকতারা হ'য়ে আসে ম্লান
ম্লানতর হ'য়ে—ওঠে কলঙ্কির মুখ
প্রভাতের পরিপূর্ণ রূপের সম্মুখে।
অনাবিল আলোকের পথ রোধ করি
ছিন্নলতা লুটায় ভূতলে।
তখনি উঠিয়া বসে অবসন্ন দেহে
ঝালর মণ্ডিত স্বর্ণ পালঙ্কের পরে;
প্রতিবিম্ব তার সহসা ঝলসি ওঠে
কনক মুকুরে।
লীলায়িত লালসার পরিপূর্ণ দেহে
যে রেখা রাখিয়া গেছে রাত্রি পদাঘাতে;
হেরি সেই রেখা
সভয়ে শিহরি উঠি আর্ত্তনাদ করি

তড়িতে লুকায় মুখ অঞ্জলির তলে।
চিত্ত মোর কাঁদে তার তরে
নিষ্ঠুর সমাজ যারে করেছে বর্জ্জন
মোহাচ্ছন্ন ক্ষণিকের তুচ্ছ অপরাধে
খুলিতে হ'য়েছে যারে দেহের বিপণি।
বিবেকের টুটি চেপে ধরে
দেহেরে বেচিছে যারা বিলাস লীলায়।
ক্ষমা যদি নাহি রহে ক্ষণভ্রষ্টা তরে
কলঙ্ক যে দিল তারে ক্ষমিলে কেমনে?
পুরুষের ন্যায় দণ্ড অন্যায় নিষ্ঠুর
তাই তারে নারী টানে নরকের দ্বারে

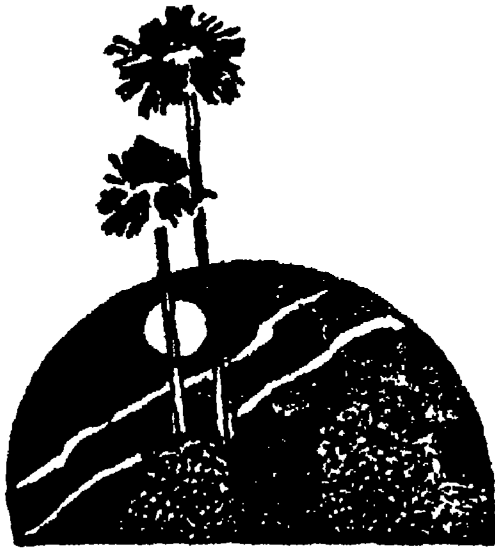


আমি পুত্র ধরিত্রীর

আমি ভালবাসি
ভালবাসি পৃথিবীর স্তব্ধ মৃত্তিকারে।
সে যে আমারি পৃথিবী—একান্ত আমার।
আমার এ দেহ,
অনুতে অনুতে তার রয়েছে জড়ানো।
পঞ্চভূত হতে একদিন
মোর তনু সৃষ্টি মাগি
ধরার ভ্রূনেতে চুপে লইল আশ্রয়।
শ্রাবণের মত্ত অর্দ্ধরাতে,
ধরিত্রীর জড় দেহ ওঠে কেঁপে কেঁপে গর্ভ-যন্ত্রণায়;
র্চ্ছিয়া পড়িল মাতা প্রসব ব্যথায়।
প্রভাতের ডাকে,
মূর্চ্ছাতুরা জেগে উঠে দেখে.
আকাঙ্ক্ষার ধন তার লুটিছে ভূতলে।
নিষ্কলঙ্ক মুখে মাখা ত্রিদিবের হাসি,—
আমি সেই তপস্যার ফল
জন্ম মম তামসী উষার
আমারে সাগ্রহে মাতা অঙ্কে নিল টানি।
চুম্বিল অধর ওষ্ঠ সহস্র চুম্বনে।
কাননে কুসুম ফোটে আমারি লাগিয়া
আমারে তুষিতে পাখী গাহে কণ্ঠ ছাড়ি
আমার গাহন তরে গঙ্গার জনম্।

অভিযান

সাগর তরঙ্গ দল তুলি উর্দ্ধ-ফণা
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া নাচি আমার সম্মুখে
আমারি চরণ তলে পড়িছে লুটিয়া।
সৌম শান্ত মূর্ত্তি লয়ে স্তম্ভিত ভূধর—
নিত্য মোর কর্ণে ঢালে বৈরাগ্যের বাণী।
বেদনার বিস্তৃত-আকাশ
নিত্য সান্দ্ররাতে
সকাতরে ডাকে মোরে তার অন্ধকারে।
আমি পুত্র ধরিত্রীর
আমার এ দেহখানি এ যে তারি দান
তাই তারে ভালবাসি মোর দেহ হতে।





তোমার আমার প্রেম—

তোমার আমার প্রেম জানে প্রিয় মাধবী বিতান
আর জানে রাত্রির আকাশ
তোমার আমার প্রেম অমরার পূত বারিধারা
উদ্বেলিত তরঙ্গে প্রকাশ

তোমার আমার প্রেম চিরঞ্জীব চিরকাল
ব'য়ে চলে আকাশে বাতাসে
তোমার আমার প্রেম বিশ্বময় বিকশিয়া
প্রভাতের শতদলে হাসে।......

সেদিন মাধবী কুঞ্জে নেবেছিল মধুর যামিনী
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটেছিল ফুল
ধরণী মুখরা ছিল—আর ছিল বাতাসের বুকে
পুষ্প গন্ধ ফুটিতে ব্যাকুল।

আকাশের বুক ভরে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটেছিল তারা
চোখে ছিল উচ্ছ্বলিত হাসি
কলঙ্কিত চাঁদ হ'তে ভেসে এসে পড়েছিল হেথা-
অকলঙ্ক জোছনার হাসি।

অভিযান

তুমি মোরে সেইদিন সেই পুষ্প পুলক নিশীথে
দিয়েছিলে যে প্রেম-চুম্বম
আজি হেরি ধরণীর বীথিতে উর্ম্মিতে জাগে
ক্ষণে ক্ষণে তারি শিহরণ।

তোমার সে বিদায়ের আঁখি, অশ্রুজলে ছলছল
সে করুণ রিক্ত কালো আঁখি
বিদায়ের ব্যথা ল'য়ে তামসী উষার ভালে
সকাতরে নিত্য রহে জাগি।

আমার এ অশরীরী প্রেম তোমার আকাশ চুমি'
আমারেই করিছে মহান
নিত্য মোরে আঘাতে ফুটায়ে তুলে হে চিত্ত প্রেয়সী
কী সত্য করিছ তুমি দান?



রাত্রির মৃত্যু

ধরণীর চোখে নাই ঘুমের আমেজ
দেহ তটে জাগে নব পুলক সঞ্চার
অশরীরী শিশু রাত্রি অঙ্কে এলো নেবে
অকলঙ্ক আঁখি মেলি দেখিছে আকাশ।

স্তনিত পৃথিবী আর নীলাকাশ জুড়ে
ছড়ায়ে পড়িল তার ম্লান কালোরূপ
শিশু রাত্রি তবু তার বিশ্বময় রূপ
সে রূপের ছায়া নাচে আঁখি তারকায়।

রাত্রির প্রথম রূপ অতীব মধুর
লজ্জায় জড়িত পদে নব বধূ সম
প্রথম বাসর ঘরে করিছে প্রবেশ
আধার গুণ্ঠন তলে কাঁপে মৃদু হাসি।

সচপল হাসি জাগে তারায় তারায়—
ধীরে ধীরে কেটে যায় আরক্তিম লাজ
রাত্রির নয়ন হ'তে। জাগে চঞ্চলতা
ত্রস্তপদে ছুটে যায় সরসীর জলে।

এলাইয়া কেশ পাশ ওষ্ঠ পুটে চুমি
জাগাইয়া তোলে যত কুমুদ কহ্লারে—

অভিযান

নিশাকর হাসে বসি মেঘ অন্তরালে,
সে হাসি ঝলসি ওঠে রাত্রির পাখায়।
তার পর সান্দ্র রাত্রি শান্তরূপ ল'য়ে
জানায় প্রাণের নতি অরূপের পদে
নতশিরে। ফুটে ওঠে মরণের ডাক
ঊষার অনিত্য ভালে শুক তারা চোখে।
রাত্রি তার আঁখি হু'টি ঊর্দ্ধপানে তুলি
করুণ উদাস চোখে শুকতারা পানে
রহে চাহি, বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়ে ঝরি
ধরায় শ্যামল বুকে, শেষ চিহ্ন তার।



হে মোর তাপসী প্রিয়া

অতনুর লীলা পাশ ছিন্নকরে হে তাপসী প্রিয়া
এলে তুমি মাধবী সন্ধ্যায়—
স্নিগ্ধ অন্ধকারে মনের শুভ্রতা তব খনে খনে
ওঠে ফুটে রজনী গন্ধায় ।

তোমার অলকে কাঁদে অলকার কুসুমের দল
'ঝরে পড়ে কঠিন ভূতলে
গ্রহে উপগ্রহে তারায় তারায় তোমার বিরহে
কা'রা যেন কাঁদিছে উতলে ।

তব অঙ্গবাস গৈরিক ধূসর—বৈরাগ্যের ছাপ
মূর্ত্ত হেরি নয়ানে বয়ানে
দেহের দাহন তব অবসান চির অবসান
অতনুর তনু অবসানে ।

হে মোর তাপসী প্রিয়া অভিশপ্ত জীবনের কূলে
আজি তব ক্ষণিক উদয়
ক্ষণিকের তরে জানি এসেছ' ক্ষণিকা মোর কাছে
আমারে করিতে শুধু জয় ।

আমার অন্তর তলে যে বেদনা কাঁদিছে একেলা
আর তব নয়ন আকাশে

ওই শোন খনে খনে সেই ব্যথা মরিছে শ্বসিয়া
সাগরের তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে।

আজিকার রাত্রিটুকু তোমারে রাখিব প্রিয়া ধরে
পূজিব একান্তে আঁখিজলে
তারপর চিররাত্রি চিরঞ্জীব হ'য়ে মোর তরে
চিত্ত ছেয়ে নামুক ভূতলে।



যৌবন কুঁড়ি নয়ন মেলিল

শিউলী-মালার-রেণুকা কাহার দক্ষিণ সমীরণে
গন্ধের ভারে মোর বাতায়নে লুটাইল অকারণে ?
তখন ভাঙেনি ঘুম
উষার শীতল আঁচল সমীরে ধরিত্রী নিঝ্‌ঝুম।
শুক্লা তিথির দশমীর চাঁদ ঝিমাতেছে পশ্চিমে
শুকতারা জ্বলি উঠিল উজলি নিভিবার অন্তিমে।
ধীরে নিবে আসে তারকার দীপ নিলীমার বাতায়নে
দীর্ঘ রজনী বৃথায় যাপিল বিরহিণী আনমনে।
চকিতে উদয়ে অরুণে হেরিয়া উষা নামে মুখ ঢাকি
সুপ্ত পরাণ স্বপনে কাঁদিল কাহার পরশ মাগি ?
আকুল গন্ধে ভরিল চিত্ত সহসা উঠিনু জাগি
বিহ্বল নয়নে রহিনু চাহিয়া তারি দরশন লাগি।
কে তুমি চপলা সুন্দরী ?
চলিতে চলিতে থমকি দাঁড়ালে মোর বাতায়ন ধরি
তোমারি মালার ঝরা শেফালির রঙীন রেণুকা মাখি
উল্লাসে কিগো নাচিয়া উঠিল চিত্তের সুর-সাকী ?
চির পবিত্র অন্তর তলে প্রথম পড়িল ছাপ
পরাণ প্রথম কহিতে শিখিল বুকভরা কলবাক।
নয়ন শিখিল কহিতে গোপনে অন্তর কানে কথা
চরাচর হল সহসা মুখরা মুছে গেল নীরবতা।

পড়িতে শেখালে প্রাণ-প্রেয়সীর চরণের রিণিরিণি
মিলন আকুল মৃণাল বাহুর কঙ্কন কিঙ্কিনী।
ভুল ক'রে মোরে কেন শিখাইলে এ সব করিতে পাঠ
এই অবেলায় পার হ'তে হবে কত উদাসীর মাঠ।
কে তুমি চঞ্চলিকা ?
উষা-ধূপ-ছায়ে মৃদু মৃদু হেসে পড়ালে প্রেমের টীকা।
চিনি চিনি তবু চিনিতে পারিনি—এবার পড়েছে মনে
তোমারি স্নিগ্ধ মধুর মূরতি হেরেছি প্রভাত খনে।
স্বপনে তোমার চরণের ধ্বনি তব কণ্ঠের গান
পাগল করেছে হৃদয় তন্ত্রী আকুল ক'রেছে প্রাণ।
তোমারি উছল গানে
যৌবন কুঁড়ি নয়ন মেলিল মর্ম্মের উদ্যানে।
তারে দ'লে তুমি চলে যেতে চাও কোন সে হৃদয় মাঝে
তুমি চ'লে যাবে একথা স্মরিলে অন্তরে কাঁটা বাজে।
ফিরে যেতে হবে ? যাও তবে যাও মিছে দাঁড়ায়োনা প্রিয়
যাবার বেলায় অঞ্জলি ভরি বিদায় অশ্রু নিও।



সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ

সংসার ত্যাজি সন্ন্যাসী এক বন্ধুর পথ বাহি
চলিয়াছে একা বন বনান্তে দেবতার মুখ চাহি
বসনে তাহার বেঁধেছে আবাস গৈরিক ধূলি যত
শত কণ্টকে আর কঙ্করে চরণ হ'য়েছে ক্ষত।
কুঞ্চিত কেশে বাঁধিয়াছে জটা বসন পড়িছে ছিঁড়ে
নদ নদী ফেলে সম্মুখে চলে চাহে নাকো পিছু ফিরে।
অনশনে মুখ শুষ্ক মলিন শীর্ণ নশ্বর দেহ
কোথা গৃহ তার কিবা পরিচয় জানেকি ধরার কেহ ?
কপিলাবস্তু আঁধার করিয়া রাজার দুলাল এ যে
জড় দেহ জ্বালা অবসান তরে চলেছে ভিখারী সেজে।

একদা সে এক নব বসন্তে ফাল্গুন ফুলবনে
যশোধারা ছিল মত্ত প্রমদে শত সখিদের সনে
শ্বেত মর্ম্মর সোপানে রাখিয়া মালা গাঁথা ফুলদলে
এলায়িত কেশে ঝাঁপ দিল সবে শান্ত সরসী জলে
যৌবন ভরা দেহের আঘাতে শিহরি শিহরি টুটে
ঊর্ম্মি মালার সকরুণ রেখা তটের ওষ্ঠ পুটে
শত ললনার কল উচ্ছ্বাস কমলের বনে ভাসে।
মুক্তদলের রক্ত আভায় সূর্য্য কিরণ হাসে
সহসা শুনিয়া ঘর ঘর রব তীরে সব ওঠে গিয়া
বৃদ্ধ রাজার রথ চলে যায় সরসীর বাঁধ দিয়া।

গোপার রূপের একটী ঝলক রাজার নয়নে লাগে
অন্তরে তার নীরব বাসনা প্রবল হইয়া জাগে
ভাবে মনে মনে বধূমাতা ক'রে গোপারে আনিলে ঘরে
উদাসী পুত্র লিপ্ত রহিবে ভোগ বিলাসের পরে।

তার পর এক মাধুরী লগ্নে মধুর বাসর ঘরে
প্রাণ-পুত্ররে সপি দিল রাজা প্রিয় যশোধরা করে।
প্রেয়সীর ভূজ বল্লরী তলে বন্দী হইয়া কাটে
স্বর্ণ সৌধ প্রাসাদ কক্ষে ভোগ বিলাসের হাটে।
বিরাগী চিত্ত বিলাস কক্ষে বাঁধা রবে কতকাল
মোহ অঞ্জল মুছে গেল ধীরে ছিঁড়ে গেল মায়াজাল।

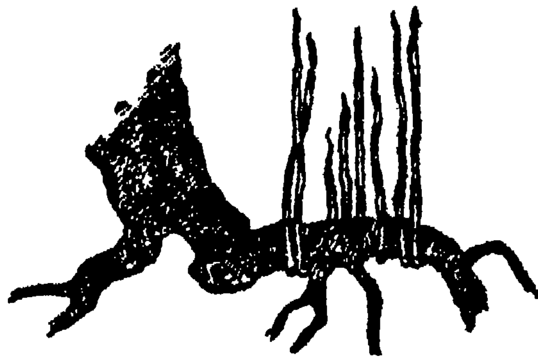
নগর তখন ঘুমে অচেতন বিরাট অন্ধকারে
তারারা জাগিছে জাগার নেশায় নীল সায়রের পারে
কৌমুদীবালা কহ্লার বনে কাল কেশ পাশ খুলি
জোছনার হাসি করিছে হরণ উর্ম্মির সাথে ছুলি।

ঘুম পরীদের অঙ্কে ঘুমায় প্রাসাদের নর নারী
গৌতম শুধু শয্যায় জাগে ঘুম নাই চোখে তারি।
প্রেয়সীর মুখ দেখে বারেবার পুত্রেরে আরবার
পত্নী পুত্রে ছেড়ে যেতে জাগে বক্ষেতে হাহাকার।
তবু তারে সব ত্যায়াগীতে হবে বিশ্ব মানব তরে
জরার কবলে কাঁদিছে মানব ওই শোন ঘরে ঘরে।
শয্যা ত্যাজিয়া শাক্য সিংহ মায়া নিঃশ্বাস ছাড়ি
শেষবার দেখি ঘর ছাড়ি পথে বাহিরিল তাড়াতাড়ি।

পুত্র ঘুমায় পত্নী ঘুমায় ঘুমায় নগরী সুখে
রাজার দুলাল চলে একাপথে জড় মানবের দুখে।

চলিছে একাকী অন্ধকারের সম্মুখ পথ বাহি
দেবতা কোথায় কোথা নির্ব্বাণ কিছু তার জানা নাহি।
তবু চলা তার বিরাম বিহীন সত্যের সন্ধানে
ঘর ছেড়ে আজ পথে পথে ফেরে দেবতার আহ্বানে।

শত ঝঞ্ঝার ঝটিকা সহিয়া একদিন বেলা শেষে
নৈরঞ্জনা নদীর কূলায় শাক্য দাঁড়ালো এসে।
শত সাধনার সিদ্ধি আসিয়া দাঁড়ালো সমুখে তার
প্রকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব হরিল ধরণীর ব্যথা ভার।



ফুটপাথ রিজার্ভড্

(ব্যঙ্গ কবিতা)

শনিবার রাতে স্বপ্নে হঠাৎ ফুটপাতে এসে দেখি
মোড়ে মোড়ে সব পাহারা বসেছে বিষম কাণ্ড একি ?
চোখের নিমিষে ভিড় জমে ওঠে—কারণ বুঝিনা কিছু
লোকের আড়ালে নিজেরে লুকাই মাথা করে থাকি নীচু।
কিজানি কখন হুঙ্কার ছাড়ি বংশ উচায়ে ধরে
ভুড়িটি নাচায়ে ধেরো মেড়োদল ঘাড়ে এসে যদি পড়ে
পৈতৃক প্রাণ বিষম বিপাকে রয়ে যাবে ফুটপাতে
কোষ্ঠির ফল হয়ত' এখুনি ফলে যাবে হাতে হাতে।

হয়ত' বা কোন চরমপন্থী নিজেরে গোপন করে
বাঁচিবার লাগি লুকায়ে র'য়েছে ইহাদের কোন ঘরে—
গন্ধে গন্ধে সেই সন্ধানে আসিয়া জুটেছে সবে
'চল্ চলে চল্' হারুরে কহিনু 'জানিয়া কি ফল হবে ?'
কোঁচাটি যতনে তুলিয়া পকেটে আমি আর হারশশী
চলিতে চলিতে সমুখের এক চায়ের দোকানে পশি
দেখিনু চায়ের টেবিলে বিষম বহিছে কথার ঝড়
লোকে লোকাময় কথার আঘাতে ভেঙে পড়ে বুঝি ঘর।
'মেট্রো' 'চিত্রা' 'রূপবাণী' দেখে পেকেছে যাদের চোখ
রাস্তায় ঘাটে ফিল্ম-ফিগার খুঁজিয়া বেড়ানো রোগ
চায়ের টেবিলে পকেট শূন্য এমন তরুণ দল
ফাকা গর্জ্জনে টেবিল গুতায়ে দেখায়ে দেহের বল

বলে হুঙ্কারি—বেশী বাড়াবাড়ি লাল পাগ্‌ড়িতে ঘেরা
সম অধিকার দাবী করে কেন পৃথক হইয়া ফেরা !
বুড়োরা বলিছে-বেঁচে থাকা মিছে কত কি ঘটিবে হায়
ট্রাম বাস ছেড়ে রাস্তা চলাও আজি হতে হল দায়।
ঘরের মেয়েরা ঘরে ছিল যবে বেশ ছিল মোর মতে—
এখন তাহারা বাহিরে আসিয়া বাদ সাধে পদে পদে।
হঠাৎ ওপারে চোখের পলকে জমিয়া উঠিল ভিড়্
গোঁফ জোড়া নেড়ে ভুঁরিটি কাঁপায়ে বেটে মোটা মেড়োবীর
ফুটপাতে ঠুকে লাঠি বার বার বলিছে-"দেখতা নাই
জানানাকা লিয়ে আজ সে ইধার একদম রোক হ্যায়।"
সব রাস্তার সকল বাঁদিক স্প্লানেডের মোড় থেকে
'লেডিজ অন্‌লি' প্লাকার্ডে লিখিয়া রাতে কে গিয়াছে রেখে
তখন দশটা লোকের ভিড়েতে ট্রাম বাস গেল থেমে
দলের নেত্রী রঞ্জিতা রায় ফুটপাতে এলো নেমে
পশ্চাতে তার হাজারে হাজার আলোক প্রাপ্তানারী
দখল জানায়ে নীরবে গরবে চলিয়াছে সারি সারি !
দোকানীরা সব দোকান মেলিয়া গালে হাত দিয়া ভাবে
বেচা কেনা সব হয় বা বন্ধ কি তবে তাহারা খাবে ?···

··· ··· ··· ···

মেয়েদের 'পাথ্‌' 'রিজার্ভ' করার কারণ কিছুই নয়
পুরুষের সাথে চলায় তাদের সম্মান নাহি রয়
মেয়েরা যখন চলে নিজ কাজে পুরুষ তখন নাকি
'পুষ্‌' করে মিছে চলে যায় আগে পিছনে তাদের রাখি।
শাড়ির সে ভাঁজ ভেঙে যায় তাতে দেহেতে আঘাত লাগে
'হাই-হিল্‌' জুতো স্লিপ্‌ করার পদে পদে ভয় থাকে'

উপ সংহার

মফঃস্বলের মতিলাল বাবু গাড়ী থেকে নেবে সোজা
কলেজষ্ট্রিটের মোড়ে এসে নাবে সাথে ল'য়ে বউ বোঝা
আগামী আঠাশে শালিকার বিয়ে 'সুষি' বলে দেব সাড়ী
নিজে চোখে দেখে কিনিবে বলিয়া সঙ্গ ল'য়েছে নারী
পান্না লালের বাঁধা ফুটপাথে যেমন দিয়েছে পাও
ভোজপুরী ভায়া রুখে উঠে বলে—'তুম কাঁহা হাটো
মতিলাল বাবু ধমকেই কাবু বুঝিতে কিছুই নারে
সুষি ফুটপাতে মতিবাবু নীচে মাঝে মেড়ো লাঠি ঘাড়ে
সুষমার চোখে জল ওঠে ভেসে—কি বিপদ হ'ল হায়
শেষে কালে বুঝি স্বামীতে তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে যায়।
'আঁপ কাহে রোতা ? যাইয়ে'--বলিয়া পথ দিল যেই ছাড়ি
সুষমারে ল'য়ে মতি তাড়াতাড়ি লইয়া ট্যাক্সী গাড়ী—
সোজা একেবারে হাবড়ায় উঠে হাপ্ ছেড়ে বলে'—'বাপ্
তোমারে যে ফের পেয়েছি ফেরত এই ত' বাপের ভাগ।'



অসিত আর অতসীর একটা সকাল

আর ঘুমায়ো না, আঁখি মেলি চাহ লজ্জা-জড়িত আঁখি,
বেয়ারা কখন সকালের চা টেবিলেতে গেছে রাখি।
ওঠ ওঠ প্রিয়া, এই নাও ধর ওষ্ঠের চুমা দাও,
অবসাদ যত দূরে চলে যাবে, বেড্-টিটা খেয়ে নাও।
তারপর যাও বাথ্রুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে,
দেহটি তোমার নিপুণ হস্তে সাজাও নিখুঁত বেশে।

আঃ কী যে কর, লক্ষ্মীটি ছাড়, আঁচল টেন না শোন,
গায়ে কিছু নেই, শাড়ীও অবশ, চাকর-বাকর কোন
ঘরে ঢুকে যদি দেখে ফেলে কিছু, মরে যাবো লজ্জায়—
ঠাণ্ডা যে হিম! ছুঁয়েই দেখ না এ কি ছাই খাওয়া যায়?
কোচে বসে বসে হাসছ যে বড়? হাসি পেল কিসে শুনি?
শীগগীর বল—বলবে না? বেশ চললুম এক্ষণি।...
কী যে লোক তুমি এখন ত কৈ বল নি বয়কে ডেকে,
এক কাপ চা, তাও শেষকালে খেতে হবে নাকি মেগে?
বলতে বলতে মুখ ভার করে শয্যায় উঠে ব'সে,
সংযত করে দেহের বসন কোমরে আঁচল ক'ষে;
চুলের গোছাটা বাঁধিতে বাঁধিতে 'স্যাণ্ডেল' পায়ে দিয়ে,
রণ-রঙ্গিণী অভিমান ভরে দাঁড়ালো সিঁড়িতে গিয়ে।
আরে কোথা যাও রাগ হ'ল নাকি—অসিত শুধালো হাসি,
বেয়ারাকে বলে চা আনিয়ে রাখ, বাথরুম থেকে আসি।

অভিযান

দেখি কটা বাজে—ও মা সাড়ে সাত! উঠিয়ে দাওনি কেন?
'অষ্টিন' খানা ফটকে এখুনি ঠিক করে রাখে যেন।
সে কি গো প্রেয়সী? অভিসারে যাবে 'অষ্টিনে' ক'রে শেষে?
তাই যদি হয় ভয় পেলে নাকি? দাঁড়াও বলছি এসে
বলেই অতসী দিয়ে বাঁকা হাসি বাঁকা চাহুনির ছলে
চটির চটকে মুখর করিয়া সিঁড়ি বেয়ে গেল চ'লে।
অসিতকুমার লাফ দিয়ে উঠে, অ্যাস্ গুলো ঝেড়ে ফেলে,
সিগারেট মুখে বসিল চেয়ারে সুমুখে কাগজ মেলে।
হঠাৎ কি এক মধুর গন্ধ ছড়ায়ে পড়িল ঘরে—
অসিত ব'ললো—আসলে কখন 'টয়লেট' শেষ করে?
এই ত এখুনি, চা কোথায় বল—পেয়েছি—শুনবে তবে?
নারী-জাগরণী সভার মিটিং প্রেসিডেণ্ট হ'তে হবে।
সাড়ে আটটায় মিটিং বসবে, তুমিও চলনা সাথে,
যেতে পারি—শুনি ফিরবে কখন?—বেলা সেই বারটাতে?
না না তবে আমি রইলাম ঘরে, তুমি দেবী যাও একা,
আমার আবার একটার আগে করতেই হবে দেখা।
ফোনেতে 'সাহু'কে বার বার করে থাকতে বলেছি ঘরে,
যদি বইখানা 'রূপবাণী' ঘরে ভাল ভাবে যায় তরে।
ব্যাস বাজীমাৎ নামে ও টাকায় নিমিষে হইব বড়…
শেষ হ'ল বলা? কোচে গিয়ে বস যেতে দাও মোরে সর।

আমি শিষ্য ওমরের

অতীতের পুঞ্জীভূত কঙ্কালেরে ঠেলে,
শৈশবের স্মৃতিগুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
ভবিষ্যের স্বর্ণ-সৌধ সম্মুখে আমার,
চিরাবৃত অন্ধকার হ'তে বারম্বার
মুক্তি যাচে মোর হাতে। পরিত্যক্তা সম
ভবিষ্যৎ কেঁদে ফেরে দুয়ারেতে মম।
আমি শিষ্য ওমরের, প্রিয় শিষ্য আমি,
বর্ত্তমান ল'য়ে মোর কাটে দিবা-যামি।
প্রিয়ারে পাইনি কাছে, পেয়েছি পেয়ালা,
আরক্ত আঙ্গুর রস পরিপূর্ণ ঢালা।
সেই সুধা নিত্য আমি করিতেছি পান,
মরণের পূর্ব্বক্ষনে ক'রে যাবো দান
রিক্ত পাত্রখানি মোর তোমাদের ক'রে,
আমারে উদ্দেশ করি অশ্রুজলে ভ'রে
পাঠায়ে দিওগো বন্ধু তোমাদের স্নেহ ;
অলস মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ে দেহ—
প্রিয়াহীন প্রাণ ল'য়ে বেঁচে কিবা সুখ ?
মরণ-প্রেয়সী তাই মুছে ল'য়ে দুখ
চিরতরে ল'য়ে চলে বিশ্ব হ'তে মোরে—
অনিত্যের চিরানন্দ আলোকের ঘরে।

যেমনটি আমি চাই

হঠাৎ সে দিন যেই না বলেছি
মুখ খানি ক'রে কালো,
বিয়ে করা মোর কিছুতে হবে না,
একক জীবনই ভাল ;
বন্ধুরা ধ'রে জিগ্‌গেস করে
বলতো কি কাঁটা মনে ?
হেলা ক'রে তোর মূল্য বোঝেনি,
কোন সে রূপসী ক'নে ?
মাথা নাড়া দিয়া উঠিনু বলিয়া
বুঝেছিস তোরা ভুল—
মনের মতন ক'নে না মেলাই
বিয়ে না করার মূল !
হাসলি যে বড় ! আস্থা হল না ?
বলতে চাস্‌তো বল—
বাংলা দেশে কি মেয়ের অভাব
বিয়ে না করার ছল।
ছল আমি কিছু করিনে কো ঠিক,
বলি তবে শোন ভাই—
পারিস যদি বা খোঁজ দিস তবে,
যেমনটি আমি চাই।
আমি চাই খুবই সাধারণ মেয়ে,
ডানা কাটা পরী নয়—

অৰ্দ্ধেক কোন রাজ্যের সাথে,
রাজকন্যাও নয়
তাই বলে আমি চাইনে কো আর,
পথের কুড়ানো মেয়ে ;
বুঝবে না কিছু মুখ পানে রবে
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে !
একটু কিছুতে নাকে কাঁদা, আর
টেনে আনা চোখে জল ;
জীবন পথের ভারি বোঝা ওরা,
কেমনে বইব বল ?
যারে-তারে আজ বিয়ে করে যদি
না হয় মনের মিল—
বল দেখি তবে খুলবে কেমনে
মনের রুদ্ধ খিল ?
বাইরের সাথে হানাহানি করে,
মনে-দেহে ব'য়ে ক্লান্তি,
ঘসে এসে যদি না পেলাম কভু
এত টুকু সেবা-শান্তি ;
সাধ করে তবে সে বাঁধন পরে
কাজ কি আমার বল ?
তার চেয়ে ভাই ভোগ করা ভাল
বিয়ে না করার ফল ।

কথার ভুমিকা ছেড়ে দিয়ে বলি
মন দিয়ে তবে শোন,

অভিযান

ঘরের ঘরণী কেমনটি হলে
খুসী হবে মোর মন

মেয়েলি ছাঁদের মেয়ে হওয়া চাই,
গড়নটা চাই দোহারা ;
নম্রতা সনে লজ্জাশীলতা,
সুরূপ সুশ্রী চেহারা।
তাই বলে আমি চাইনেক' ঠিকই
রূপসী তিলোত্তমা,
রংটা ফর্সা হ'লেই যে হয়
লাবণ্যে অনুপমা।
বাতাসে দোলানো ফিনফিনে দেহ,
'হাই হিল' জুতো পায়,
পুরুষেরে ঘেঁসে চলে একা পথে,
কুঞ্চিত চোখে চায়।
আরো বলি শোন—পুরুষের মতো
লাফ দিয়ে ওঠে ট্রামে,
মুখে রং মেখে খাসা সং সেজে
'ষ্টেজে' এসে যারা নামে ;
তাদের চেহারা দেখলে গা জ্বলে,
দু' চোখেতে জ্বলে বিষ—
নষ্ট তো ক'রে ওরাই জানিস
বাঙালী ঘরের 'পীস্'।
কিন্তু তাব'লে চাইনেকো আমি
পুরুষালি কোন মেয়ে—

'ফ্রী-হ্যাণ্ড' করা 'ডেভালাপ্ বডি'
চাইনেকো তার ঠেঁয়ে।
নাচ-গান জানা, কাব্যি ফিগারে
মোর কোন কাজ নাই ;
সুস্থ সবল গৃহিনী পেলেই
জীবনে বর্ত্তে যাই।
'বব্' কাটা চুল, 'রুজ্' মাখা গাল,
ফ্লার্ট্ করা যার ব্যবসা—
রূপখানা যার কয়লার মতো,
চেহারাটা গোল ঢ্যাপসা ;
হেঁসেলেতে গেলে যাদের মনেতে
দেখা দেয় নানা রোগ্—
আবার যাদের মাসিকেতে আছে
গল্প লেখার ঝোঁক ;
পুরুষের সাথে সম-অধিকারে
দিতে চায় যারা ভোট,
ক্যালকাটা মাঠে খেলা দেখে গিয়ে
গায়ে দিয়ে রেন্-কোট ;
হাততালি দিয়ে গোল গোল ব'লে
চিৎকার করে যারা,
সত্যি বলছি জানিস আমার
দু'চোখের বিষ তারা।

পাস করা মেয়ে ? ডিগ্রী ধারিণী ?
না না ওতে কাজ নাই—

অ্যারিষ্ট্রোকেটিক চালটা তাদের
ধাতে সয় নাকো ভাই।
নিজের গর্ত্ত নিজে খুঁড়ে মরা
ভেবোনা করবো বিয়ে-
হয়ত বা কোন মনের অমিলে
'ডাইভোর্স' করে দিয়ে,
ঘর কাণা করে ঘরের ঘরণী
একা চলে যাবে শেষে,
মাষ্টারি নিয়ে ভারতের কোন
অজানিত দূর দেশে।
আরো চেয়ে দেখ, পাশকরা মেয়ে
জ্ঞানের গুমরে মরে,
পদে পদে তারা পুরুষগুলোর
এটিকেটে ভুল ধরে।
বিয়ে হ'লে তারা হেঁসেলে ঢোকে না,
রং পাছে কালো হয়—
শুধু বসে বসে পুরুষের সাথে
চোখে-মুখে কথা কয়।
অমন মেয়েতে কাজ নেই মোর,
আমি চাই সাদাসিধে।
পারবে যে মোরে সরল পরাণে
আপনারে সঁপে দিতে।

লেখা-পড়া-জানা মেয়ে আমি চাই,
মৃদু ভাষী যদি হয়;

পাশ-করা ! সে ত 'স্পেসাল ফেভার',
মেয়েদের তরে রয়।
গয়না যাদের কেবলি বায়না,
না পেলে মুখটি ভার—
এ সব মেয়েকে ঘরে তুলে আনা
সাধ যায় বল কা'র ?
আমি চাই যার মুখে সদা হাসি,
চলন-চালন সোজা ;
জীবনের সাথী সাথে সাথে রবে
হবে নাকো ভারি বোঝা।

প্রশ্ন কি করিস ? বিয়েতে আমার
পণ টন কিছু চাই ?
তা ভাই সত্যি বলছি এ আমি,
আছে মোর কিছু খাঁই।
বিয়ের পরেই 'ষ্টাবলিসড্' হতে
যে খরচটুকু লাগে,
(আর যা ইচ্ছে) সেটুকু কিন্তু
দিতে হবে মোরে আগে।
ব্যস হ'য়ে গেল আর কিছু নয়,
শুনলি ত সবি ভাই,
পারিস যদি বা খোঁজ দিস তবে,
যেমনটি আমি চাই।

ড়ের রাতে

ক্ত রবির সন্ধ্যালোকে
ধূসর ধূলায় বাত্যা জাগে,
ত্য আমার চিত্তে কেন
কাল বোশেখীর দোলন লাগে?

াল কমলের কপোল ত'লে
বিদায় ব্যথা উঠছে ফুটি,
বলার বুকে ব্যথার ফেনা
অধীর হ'য়ে পড়ছে লুটি।

তপ্ত সবুজ ফুলের শাখে
ঝড় খেয়ালীর ঝাপট লাগে;
নিত্য কেন চিত্ত মাঝে
কাল বোশেখীর দাপট জাগে?

প্রিয়ারে মোর বিদায় দিছি,
চোখের জলে ঝড়ের রাতে—
সেই গাথা মোর শ্মশান-বুকে
রুদ্র সুরে গুমরে কাঁদে!

তার বিরহের তপ্ত শ্বাসে
আমার বুকে শ্রাবণ ডাকে,

বুকের তলায় সুপ্ত-স্মৃতি
উথলে উঠে বেদন-রাগে।

নিত্য ওগো চিত্ত তলে
কাল বোশেখী দোলন তোলে,
ক্লান্ত আমার উদাস হিয়া,
বিরাম মাগে ধরার কোলে।



আমার প্রিয়া

সদ্য ফোটা ফুলের মতো
আমার প্রিয়ার মুখের হাসি—
বেলার বুকে নীরের মতো
উছলে তার রূপের রাশি।
স্নিগ্ধ মধুর নবীন বধূর
বুকের তলায় ওঠে তুফান,
কান্ত কিরণ পরশ পেয়ে
প্রেম-নদীতে বইল উজান।
হেম-লতিকার মতো প্রিয়া
লুটিয়ে পড়ে মৃদুল বায়ে,
সইতে নারে একটু ব্যথা
মূর্চ্ছা সে যায় ফুলের ঘায়ে।
নিত্য পূজার পুষ্প সম
পবিত্র মোর প্রিয়ার যে মন,
প্রিয়ার সুধা-কণ্ঠ গানে
তৃপ্ত ধরা, নীল গগন।
স্নেহ দয়া মায়ার রসে
পূর্ণ আমার প্রিয়ার হিয়া,
লজ্জা-মধুর সরলতায়
প্রিয়া আমার সবার প্রিয়া।

প্রাণের টান

রূপ-শরতের দিনের শেষে
নীল সায়রের কোল ঘেঁসে,
উঠল নভে খিল খিলিয়ে
হুর-পরীদের দল হেসে।

ধূপ-ছায়া রং ওড়না গায়ের,
উঠলো বায়ে চঞ্চলি,
ছড়িয়ে দিল আঁধার আবীর
ভরে গো দুই অঞ্জলি।

ঘরে ঘরে জ্বাললো ত্বরায়
দীপ্ত তারার দীপশিখা—
নিপুণ হাতে আঁকলো ভালে
অস্তরাগের টীপ-লিখা।

সুর্মা চোখে ফুলেল ঠোঁটে
রঙীন সুরা করলো পান,
অঙ্গ-রাগে আতর গুলে
উঠলো মেতে পরীস্থান।

দিল-দরিয়া উঠলো টলে
লাগলো সাড়ী 'ফরকাতে'

অভিযান

একে একে বসলো সবে,
নীল সায়রের ঝরকাতে।

হাসমু-হানা হাসলে ধরায়
বাস ছড়ালো দিল খুলে—
ফোটার ঘায়ে পুলক ভরে
উঠলো যুঁই'য়ের বুক দুলে।

দুধ-চামেলী ঘোমটা খুলি
চাইল হেসে মুখ তুলে,
সন্ধ্যা-মণি মেললো আঁখি
গেল আলোর দুখ ভুলে।

হালকা চুলে আতর ঢেলে
গোলাপ বেলী জাগছে গো,
রাত ফুরালে কোন আলোতে
বুলবুলে হায় আসবে গো!

শরত-নভের সাদা মেঘের
হালকা ভেলার বুক চিরে,
অসীমতার প্রান্ত শেষে
পশ্চিমের ওই নীল তীরে।

অধর তুলে চাইল হেসে
একাদশীর চন্দ্রিকা,

এক নিমিষে টুটলো ধরার
গুল-বাগিচার তন্দ্রিকা।

দীঘির জলে সাপলা ফুলে
জ্যোৎস্না কিরণ চুম্বনে,
ছড়িয়ে হাসি উঠলো ফুটি,
পুলক শিহর কম্পনে

উঠলো হেসে ফুল-বালারা,
লুটলো বায়ে বাস কেশের—
চাঁদের কিরণ পরশ লেগে
বইল জোয়ার রূপ-দেহের।

নদীর বুকে জ্যোৎস্না কিরণ
রজত রেখায় ঝলমলে,
উল্লাসে জল স্রোতের মুখে
গান গেয়ে যায় কল্লোলে।

ওইদিকে ওই বালুর চরে,
রূপালী ওই জলের গায়—
চকোরীরে ঠুকরে ঠোঁটে,
প্রেমিক চকোর প্রেম বিলায়।

মরাল পাশে মরালী আজ
দীঘির জলে সন্তরে,

আলোয় ধোয়া আলোর হাটে
প্রেম জেগেছে অন্তরে

কোথাও বা কোন নব বধূর
কণ্ঠে ভাষা ফুটছে না,
হর্ষে লাজে প্রাণের মধু
উছল ধারায় টুটছে না।

তরুণ যুবার তর সহে কি
ভাঙতে লাজের ঘুমটা গো?
মিটলো বুকের তৃষ্ণা খানিক—
ওষ্ঠে দিয়ে চুমটা গো।

এমন সাঁঝে গাইলো পাখী
'বউ কথা কও' নীল গাঙে,
সলাজ বধূ উঠলো দুলে—
লজ্জাতে তার প্রাণ রাঙে।

এমন দিনের এমন সাঁঝে
উদাসী কে দীন বেশে,
চলছে পথিক পথের টানে,
অজানা কোন দূর দেশে!

মাথার মণি হারিয়েছে সে,
আনমনা মন দিল ফুটা—

দিক-বিদিকের মন-হরা রূপ
তার কাছে আজ সব ঝুটা।

পথের পাশে দীঘির জলে
হাজার যুগের নিদ্ চোখে,
ঢুলছে কমল কা'র বিরহে
উঠছে কেঁপে দিল শোকে।

পাপিয়া হায় করুণ গানে
ডাকলো নভে পিউ-কাঁহা।
ফুল্ল সজাগ বন বাগিচার
কণ্ঠে ফোটে—আহা আহা।

পাপিয়ার ওই করুণ গানে
দীন পথিকের প্রাণ তলে—
এক লহমায় উঠলো কেন
লক্ষ চিতার আগ জ্বলে।

পথ ছেড়ে ওই পথিক চলে,
ঝাউয়ের যেথা বন দোলে—
বালুর চড়া লুটিয়ে যেথায়
পড়ছে গিয়ে জল-কোলে।

লুকিয়ে যে হায় নীরবতায়
তটিনীর ওই কন্দরে,

অভিযান

মন-উদাসীর মনের ব্যথা
কে তারে বল্ জানতো রে ?

ধীর চরণে আসলো নেমে,
বস্‌লো নীরব ঝাউ বনে—
কাটিয়ে দিল সুন্দরী রাত,
চোখ বুঁজে হায় আনমনে !

স্পর্শে উষার মেললো পথিক
ব্যথায় ভরা আঁখির পাত—
তখন নভে হুর-পরীরা
জাগতে ছিল বাসক-রাত।



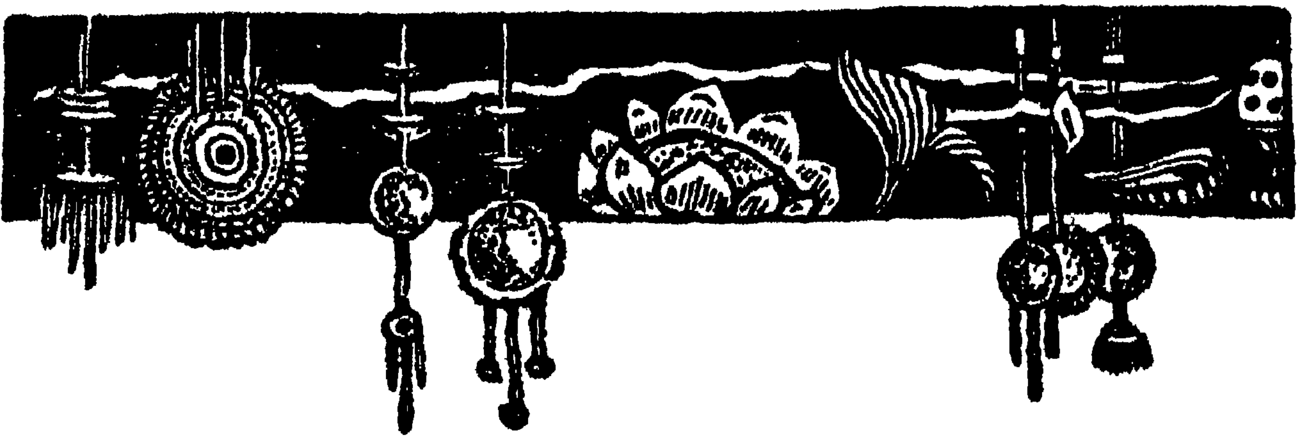
আমি কবি তাহাদের

আমি কবি বেদনার—
আমার কবিতা বিশ্বের ক্রন্দর তলে
ফল্গু হ'য়ে লুপ্ত ছিল এতদিন,
মূর্ত্ত আজি হইল সহসা
বেদনার মূর্ত্তি নিয়া।
অন্তর অরণ্যে
পরদুঃখ-অনুভূতি জ্ঞান-রশ্মি যেথা
আমিত্বের তমিস্রারে ভেদ করি
বর্ষ বর্ষ ধরি
করিতে পারেনি কভু ক্ষীণ রেখা পাত,
মুহূর্ত্তের মাঝে আজি
উঠিল প্রোজ্জ্বলি
উচ্চকিত সেই মর্ম্ম-বন—
বেদনার দাবানল
ছুটিল গর্জ্জিয়া, যৌবনের প্রতি রন্ধ্রে,
নয়ন-অম্বরে
উঠিল ভাসিয়া জল-ভরা ব্যথা কাদম্বরী।
অভিশাপ তলে চাহিনু গ্রাসিতে
বিলাসীর বিলাস ব্যসন—
ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য আর সৌধ হর্ম্ম্য রাজি

গড়িয়া উঠেছে যাহা
সর্ব্ব-সহা দরিদ্রের বক্ষ কঙ্কালেতে ঃ
প্রাণহীন দীপ্তিহীন শুধু জ্বালাময়
বারিশূন্য নয়নের তিল তিল রক্তকণা দিয়া।
চাহিনু গ্রাসিতে
ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে অন্ধ দিক-ভ্রান্ত মানবের
মূঢ় মানবতায়

আমি কবি তাহাদের—
মুষ্টি অন্ন যাহাদের দিনান্তের জীবন-সম্বল,
অনুভূতি গিয়াছে মরিয়া,
বেদনা বধির হ'য়ে লুকায়েছে মুখ
মৃত্যুরে আঁকড়িয়া আছে যারা।
সমগ্র জীবন ভরি নিত্য অহরহ
শীর্ণকায় দুটি হস্তে কুড়ায়ে চলিছে যারা
জগতের কুটিল ভ্রূকুটি আর
ঘৃণা-অপযশ।
সম্মুখে যাদের
সংসার ঠেকিছে নিত্য বিড়ম্বনাময় ঃ
পুত্র-কন্যা, আত্ম-পরিবার,
বুভুক্ষার তীব্রানলে হ'তেছে দহন ;
করিতেছে অতর্কিতে মৃত্যু-আলিঙ্গন ;
দেখিছে অসাড় চিত্তে
প্রতিরোধ করিবার নাই কিছু নাই,
তথাপি আপ্রাণে যারা পর-অন্ন করিছে সঞ্চয় ;

করিতেছে বাস
দীর্ণ জীর্ণ পর্ণ-কুটীরেতে—
ততোধিক দীন চিত্তে যারা
আপনারে করি সর্ব্বহারা
নিজের নিজত্ব দেছে পরত্বে বিলায়ে,
যাহাদের চক্ষে নাহি কণামাত্র বারি
বক্ষে নাহি স্নেহ-দয়া-মায়া—
ওষ্ঠ প্রান্তে হাসি
নিঃশেষে গিয়াছে মরি ;
বিত্ত-সুখে ভোগ-লোভী মানবের দানবত্ব
আমি কবি তাহাদের—।



মোর জ্যোছনা লাগে না ভাল

নদ নদী গিরি বন কান্তার আজি
জ্যোছনায় গেল ঢাকি,
সুনীল সায়রে লুটায়ে পড়িল
মম চঞ্চল মন-পাখী

সাগরের কোলে জ্যোছনা ঝলকে,
চলে জোয়ার-ভাঁটার খেলা
নিমিষে নিমিষে ভাসিছে ডুবিছে
শত শ্বেত-উর্ম্মির ভেলা।

দূর বেলাতটে উদাসী পথিক,
কেহ বেদনার গীতি গায়—
মরমেতে মোর তারি ক্ষীণ সুর
বয়ে আনিছে পথিক বায়।

চকিতে আমার তিক্ত স্মৃতির
গেল বাতায়ন দু'টি খুলি—
হু হু করে পশি বিষাদ-বাতাস,
দিল মরমেতে ঝড় তুলি '

কালের আঘাতে হৃদি-পট হ'তে
প্রায় গেছিল যে দাগ ক্ষ'য়ে,
আজি বহ্নি-আঁখরে অঙ্কিত হ'য়ে,
পুন উঠিল উজল হ'য়ে।

জীবন ভরিয়া প্রেম-গুঞ্জনে
আমি যারে ভাল বেসেছিনু,
জগত-মাতানো এমনি নিশীথে
তারে লভিয়া হারাইনু

প্রিয়ার বিদায়-মুখ ওঠে ভেসে,
মোর তাইত লাগে না ভাল-
সুনীল নভের চাঁদিমা বাতির
ওই করুণ জ্যোছনা-আলো।



তারের ভাষা

টরে টক্ টরে টক্
টরে টরে টাক্কা।
বাঙালীর বুকে গিয়ে
জোরে মারি ধাক্কা
ঘরে ঘরে দিয়ে আসি
বেদনা ও দুঃখ,
সজীবতা কেড়ে নেই,
করে তুলি রুক্ষ।
টরে টক্ টরে টক্
টরে টরে টক্কা—
দূর দেশে পরবাসে,
ছেলে পায় অক্কা।
কালানল জ্ব'লে ওঠে
জননীর বক্ষে—
ঝর ঝর নির্ঝর
জল ভাসে চক্ষে।
স্বামী কাজে পরদেশে,
প্রিয়া রচে স্বপ্ন—
মায়াজাল কেটে দিয়ে
হানি শূল তীক্ষ্ণ।

সধবার সুখ-হারা
কাঁদে বসে তন্বী,
জ্বলে বুকে ধ্বক ধ্বক
বিরহের বহ্নি।
টরে টক টরে টক
টরে টরে টক্কা।
বুড়ো বাপ বাঁচে না রে,
পায় নারে রক্ষা।
ছেলে তারে ছুটে আসে,
ছুটে আসে কন্যা—
জাগে বুকে শঙ্কা
ও চিন্তার বন্যা।
টরে টরে টক টক
টরে টক টক্কা—
কেহ হয় লাখ-পতি,
কারো মূলে ফক্কা।
কেহ হাসে লাভে আর
কেহ ভাসে মন্দে—
টরে টক টরে টক...
এইটুকু ছন্দে।

দুনিয়ার রীতি

বিশ্বজনে বলতে গেলাম
অন্নাভাবের যন্ত্রণা ;
কেউ বা হেসে মুখ ফিরালো,
কেউ বা দিল গঞ্জনা ।

সুখের কালে যারা ছিল
অন্ত-ডোরের বন্ধনে,
যারা ছিল সু-সময়ে,
মধু-লোটার সন্ধানে ;

যারা ছিল সদাই মোরে
চাটু কথায় তুষ্টিতে,
ছিল যারা আমার অন্নে
তাদের দেহ পুষ্টিতে ;

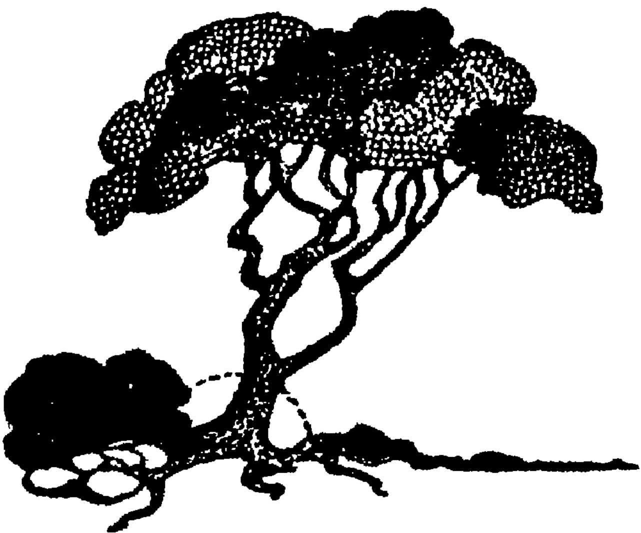
এখন তারা নেই কেহ নেই,
ছায়ার মতো পশ্চাতে—
এক মুঠো চাল দেয় না খেতে,
কয় না কথা সাক্ষাতে ।

অভিযান

এ দুনিয়া স্বার্থে চলে,
হেথায় কেহ আপন নয়,
পয়সা ফেল অম্নি পাবে
গণ্ডা-দশেক স-হৃদয়।

বড় লোকের বড় ঘরে
বইছে বোঝা দাসত্বের,
গরীব দেখে ওরাই আবার
চক্ষু রাঙায় প্রভুত্বের

অর্থ যেথায় সু-হৃদ সেথায়,
বন্ধু সখা সচিব গো,
এ দুনিয়ার এইত লীলা—
কোন সুখে আর বাঁচবো গো।



আমার কবিতা

আমার কবিতা আমি ভালবাসি,
আর ভালবাসে প্রিয়া ;
আমি ব'সে লিখি, প্রিয়া ব'সে দেখে,
অনিমেষ আঁখি দিয়া।

পাতায় পাতায় ছন্দ মিলাই,
বক্ষের তালে তালে—
প্রিয়া রাখে তারে জড়ায়ে জড়ায়ে
সুরভিত সুর-জালে।

প্রিয়া গাহে গান, আমি ব'সে শুনি,
আমারি রচিত গান—
ধন্য প্রিয়ার কোমল কণ্ঠে
সুললিত সুর-তান।

আমারি গাঁথা সে কবিতার হার
প্রিয়ার বুকের ধন,
কোথা হ'তে যদি পায় অনাদর,
প্রিয়া কাঁদে অনুখন।

আমি রচি কথা ব্যথিতের ব্যথা
উছলিয়া ওঠে তায়,

প্রিয়া আঁখি-লোরে কেঁদে কেঁদে মরে
বুকফাটা বেদনায়।

প্রিয়া-আঁখিজল করে টলমল
সেই জল মসি-দিয়া,
লিখেছি যা-কিছু প্রেমের কবিতা
উজাড় করেছি হিয়া।

আজিকে আমার উদাস আঁখিতে
কী যে ভাষা ওঠে ফুটে-
কি আশাতে আজ মধুহীন ফুলে
মধুপ পড়িছে লুটে!

কে বুঝিবে মোর ভাষাহীন ভাষা,
আজ কাছে নাই প্রিয়া-
শূন্য উদাস হাহাকার মাখা
বিরহ-মথিত হিয়া।

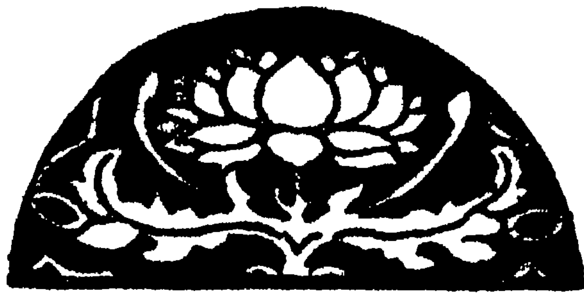


আসবে জানি প্রিয়তম

তুমি-আমি এক হব গো এই কথাটি যখন জানো,
তবে কেন দূরের থেকে আমার বুকে বেদন হানো ?
জগত-নাটের নাট্য-শালায় আমারে আজ নটী ক'রে,
অভিনয়ের মিথ্যা সুখে কেন আমায় রাখছ' ধ'রে ?

চাও কি তুমি, তোমার স্মৃতি মন হ'তে মোর মুছে নিতে ?
মনোহরণ মাদক সুরে মনটিরে মোর বেঁধে দিতে ?
বৃথাই কেন বেদন হানো, পারবে নাকো এ ঠিক জেনো—
তোমার পরশ হ'তে দূরে তবে মোরে রাখছ কেন ?

আমার প্রাণের করুণ ডাকে মনটি তোমার টলবে নাকি ?
না এসে কি তুমি প্রিয়, দিতে আমায় পারবে ফাঁকি ?
আমি যখন ডাকি তোমায়, জানি তুমি সে ডাক শোনো,
অভিমানের পালা শেষে, আসবে জানি প্রিয়তম।



মোর ব্যথা আজ বিশ্বের ব্যথা—

আমার বুকের স্তব্ধ ব্যথার
গোপন কথাটি নিয়া—
জগত আজিকে বরষার সাথে
মাতিয়া উঠেছে প্রিয়া।
মত্ত-প্রবাহে বেদনায় ভরা
চিত্তের শতদল—
মুক্তি লভিয়া উঠিল কাঁপিয়া
ঝরিল অশ্রু-জল।

ধরার বুকের নিঃশ্বাস শ্বসি
ফাটিয়া পড়িল দিকে,
নীল গগনের বুকখানা চিরে
আগুনের লেখা লিখে।
বিধাতা দেখালো দেখালো আমারে,
তাহারো বুকেতে জ্বলে—
বিরহ-প্রেমের দীপ্ত শিখাটি
নিদারুণ কোলাহলে।

কালো পাষাণের বক্ষ চিরিয়া
মূর্ত্তি গড়িয়া যার,
ধ্যান-তন্দ্রায় মগন আছিনু
রুধিয়া চিত্ত দ্বার ;

অভিযান

আজিকার এই কাল ঝড়ে মোর
সব হ'ল একাকার,
ধ্যান-আরাধনা পাষাণ-প্রতিমা
ভেঙে হ'ল চুরমার—

মোর সীমা হ'তে পাষাণী দেবীরে
ছিনে ল'য়ে আজি সাঁঝে,
বিধাতা তাহারে ভাঙিয়া বিলালো
সকল চিত্ত মাঝে

মোর ব্যথা আজ বিশ্বের ব্যথা
দেবতার ব্যথা আজ,
একই বেদনায় কাঁদিছে সবাই
পরিয়া মলিন সাজ।



চিরন্তনের যাত্রী

চিরন্তনের যাত্রী কে গো থমকে দাঁড়ালে ?
আনমনে হায় আমার দ্বারে চরণ বাড়ালে।
গানের কাঁটা বিঁধলো কি পায়,
সেই বেদনার কঠিন ঘায়,
চরণ তব নীরব হ'ল,
সাঁঝের আঁড়ালে।

দুললো নভে মেঘ-বলাকা,
উঠলো কেঁপে নিশার পাখা,
উঠলো কেঁপে সীতার ব্যথা
রুদ্ধ পাতালে।

ছড়িয়ে সুরে অতীত স্মৃতি,
কে গেয়ে যায় ব্যথার গীতি,
গানের টানে নয়ন তুলে
পিছন তাকালে!

নয়ন জলে নিশায় চুমি,
আনমনে হায় আবার তুমি,
প্রাণের টানে আমার দ্বারে
চরণ বাড়ালে!

অভিযান

প্রদীপ হাতে নাবিয়া এনু,
নয়ন তুলে যেমনি চেনু,
কাঁপিল হাত, কাঁপিল শিখা,
নিভিয়া গেল বাতি।

যাহার তরে নয়নে ভাসি,
দুয়ারে মোর সেই উদাসী,
চরণ ধুলি অধরে চুমি
করিনু শ্রেয় রাতি।
মর্ম্মরিল কানন-বীথি,
সাঁঝের তারা ঢালিল প্রীতি,
চিত্ত সাকী গাহিল গীতি
জীবন সফলতা।
দোঁহার মাঝে আঁধার কালো,
কাঁপিল ঘন লাগিল ভাল,
লাগিল ভাল মুগ্ধ প্রাণে
স্তব্ধ নীরবতা।

চকিতে মোহ টুটিল মোর,
ঝরিল চোখে তাপিত লোর,
বরিয়া তারে তুলিনু ঘরে—
বসিনু পাদমূলে

দেবতা মোর সমুখে আজ—
তাহারে হেরি করিব লাজ ?

সরম-ডোর দলিয়া পায়
চাহিনু আঁখি তুলে।

উদাস তার করুণ আঁখি,
নিমিষে গেল কি যেন আঁকি,
আমার দুটি চটুল চোখে
বুঝাতে পারি না যে।

কনক-দীপ তরুণ শিখা,
আঁধারে লিখি অরূপ লিখা,
কপোল চুমি চরণতলে
ঠিকরি পড়ে লাজে।

পুছিনু মোর মরম চোরে,
সবিতা যেথা পশিতে ডরে,
কেমনে তুমি অকুতভয়ে
পশিলে আসি সেথা।

কহিলা হাসি পরাণ-স্বামী,
গাহিয়া গান দিবস যামি,
প্রাণের তব ব্যাকুল ব্যথা
এনেছে মোরে হেথা।

সহসা ঘুম ভাঙিলে সে কি—
ভয়াল আঁখি মেলিয়া দেখি,

অভিযান

কোথা গো মোর সেই উদাসী,
খুঁজিছি কাহারে ?
যেমন ছিনু তেমনি আছি,
প্রদীপ-শিখা মরিছে নাচি,
স্বপন শুধু নাচায়ে গেছে,
বেঘোর হিয়ারে।

নিঠুর তুমি হে প্রিয়তম,
কি ব্যথা বিঁধি পরাণে মম,
স্বপনে ভরি হরষে হিয়া
জাগায়ে কাঁদালে !
দীপ্ত শিখার স্বপন সম,
নিভায়ে ফুঁয়ে প্রদীপ মম
আঁধার ঘন গহন তলে,
আমারে ডুবালে।
বুকেতে বিঁধি বিরহ-হুল,
এ পতিতার ভাঙিলে ভুল,
ভাঙিলে কি গো মোহের বাঁধ—
চকিতে লুকালে !
অরুণ তবে নামায়ে মুখ,
চুমি উষার নগ্ন বুক
কিরণ-হাতে উদয়-লিপি
ভুবনে পাঠালে।



ফাগুন জোছনা কাঁদে

যমুনার জলে তাজ-'আঙিনায়,
বৃন্দাবনের বন-বীথিকায়,
কুঞ্জে কুঞ্জে মাতাল হাওয়ায়
বিরহীর আঁখি পাতে—
ফাগুন জোছনা কাঁদে।

কোথা গোপ-বালা ফাগের বাহার,
চরণ-নূপর বাজে নাকো আর,
কুঞ্জ-বিতানে শুধু হাহাকার,
কালের করাল ঘাতে—
ফাগুন জোছনা কাঁদে।

মন-হরা মোহ কালিয়ার বাঁশী,
যমুনার তটে ওঠে নাকো ভাসি,
বৃন্দাবনের মাধুরীর রাশি,
নিভেছে কালার সাথে,
ফাগুন জোছনা কাঁদে।

অভিযান

দিল্লীর দিল ও রংমহাল,
চাঁদনী চকের রূপের মশাল,
চটুল চোখের লালসার জাল
স্তব্ধ ঝড়ের বাতে—
রূপসী জোছনা কাঁদে।

চাঁদের কিরণে পাপিয়ায় আহা,
কাঁদিছে ফিরিয়া পিউ কাঁহা কাঁহা,
পিউ কাঁহা মেরি, পিউ কাঁহা ওগো,
খেয়ালী বিধির বাদে—
করুণ জোছনা কাঁদে।

কিরণ রেখার সঘন চুমায়—
বিরহিনী প্রিয়া ক্ষণে শিহরায়,
চিত্ত কোথায় অসীমে হারায়
নিশুতি নীরব রাতে—
ফাগুন জোছনা কাঁদে।



প্রেম আর প্রাণ আর ব্যথা

কুণ্ঠাহীন চিতে এসো নেমে,
ধরণীর তনিমার তীরে—
সায়হ্নের তরল আঁধারে,
বেহাগের বেদনার নীড়ে!
দিবসের কর্ম্ম-রাগ হায়
নিদারুণ কোলাহল সুরে,
সলাজ শঙ্কিতা ভীতা রাগিনী সাথীরে
দূরে দূরান্তরে,
দিয়েছে বিদায়।
চিত্ত মোর বারংবার তোরে শুধু চায়,
একান্তে একার মাঝে—
নিশীথ নীরব মূর্চ্ছনায়।
আয় সখি, নেমে আয় ধীরে,
নিশীথের ঘন শিহরণে।
রুদ্ধ ভাষা পরাণের প্রেম-অনুভূতি,
সশব্দ চুম্বনে
করি দেহে অনুভব—
শর্ব্বরীর স্বপ্নমায়া তলে।
দিবসের রুদ্ধ রোষ, আর তপ্তশ্বাস,
শ্বস্থক ভূতলে।
আমি আর তুমি শুধু রব গো জাগিয়া
শ্যামল শয্যায়—
বিবশা রজনী রবে আমাদের শিয়র সীমায়।

আয়েষা

বালিকা বয়সে বসি বেদী ’পরে একাকিনী,
ওলো নবাব-নন্দিনী,
যবে সোহাগে কুসুম তুলি
যতনে গাঁথিতে মালা—
মনে কি গো উদেছিল কা’রে তুমি
সোহাগে পরাবে বালা ?
কা’রে তুমি কুসুম হারে,
বাঁধিবে হৃদয়-দ্বারে,
কে তোমারে করিবে গো জীবন-সঙ্গিনী !
সৌন্দর্য্যের রাণী ওলো নবাব-নন্দিনী।
বুঝিতে কি পেরেছিলে কভু,
মালা গাঁথা নিরর্থক হবে চিরদিন—
অভিশপ্ত কুসুমের হার লুটাবে ধূলিতে—
হবে সে মলিন !

প্রথম যৌবনে,
নিকুঞ্জ কাননে,
বসেছিলে তরুমূলে বসন্ত মল্লিকা—
সান্ধ্য সমীরণে ঢেলে অপরূপ স্নিগ্ধ রূপ-শিখা !

বাতাসের কোলে
ক্রীড়ারত ছিল তব উত্তরীয়াঞ্চল—
বসন্ত-পরশে অগোচরে হ'ল তব যৌবন চঞ্চল,
কাহারে করিতে ছিলে অন্তরে কামনা,
ছিলে আনমনা ?

সত্য কি গো নহে বল আয়েষা রূপসী,
প্রেম তব অন্তরের অন্তরালে আপনি বিকশি
উঠেছিল যোগ্য জনে দিতে উপহার,
খুলে দিয়ে সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার।

বিধাতার কাল চক্রে পেলে তুমি সাধনার ধন,
পূত প্রেম সঙ্গোপনে তুমি তারে করিলে অর্পণ ;
সেবারূপে হ'ল তা প্রকাশ—
বক্ষ জুড়ে বাহিরিল বুকফাটা শ্বাস,
তবু তুমি যাচ নাই প্রেম-প্রতিদান,
জেনেছিলে মিলনের চির-ব্যবধান।
প্রেম দিলে প্রাণ দিলে যারে ;
যার তরে জ্বালি র'লে সোহাগের দীপ,
দীর্ঘ দিবানিশি সেবি যারে তুমি করিলে সজীব,
নিজেরে দলিত করি তারে তুমি করিলে মহান—
নিজ হাতে সঁপি তারে তাঁর কাম্য ধন,
পূর্ণ তার করিলে পরাণ।
চির-বিষাদিনী, পাষাণে বাঁধিলে বুক,
অফুরন্ত ভাষা যত হয়ে এলো মূক—

অভিযান

অন্তরের দ্বারে দ্বারে লাগিল শ্বসিতে,
হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ;
আঁখি তব হ'ল ছলছল, ভরে এলো জল,
সহিতে লাগিল প্রাণ দহন-যাতনা।
যৌবনেরে বেঁধে ফেলে অচ্ছেদ্য বন্ধনে—
রচিলে জ্বালার শয্যা প্রেম-নিকেতনে।

ধরণীর কুসুম কলিকা বৃন্ত হ'তে স্খলিতা মঞ্জরী,
চির অভিশপ্তা ওলো আয়েষা সুন্দরী,
দগ্ধ তব হৃদয়ের গুরু ব্যথা ভার
জননী ধরণী কিলো পারে কভু চাপিয়া রাখিতে ?
তাই কাঁদে আজো কাঁদে—
গভীর নিশীথ রাত্রে শ্রাবণের সাথে।



কে তুমি চপল মেয়ে

কে তুমি চপল মেয়ে,
পাশের ছাতের আলিসার ধারে রূপের উজান বেয়ে,
নিতি প্রাতে দিয়ে দেখা—
নয়ন তুলিতে আঁকিয়া তুলিছ অন্তরে প্রেম-রেখা ?
কতবার আস কত না গোপন ছলে,
নীরবে দাঁড়াও নয়ন রাখিয়া মোর বাতায়ন-তলে ;
কভু আস তুমি নুয়ে পড়া ওই মাধবী লতার
শিশু লতিকারে ক'রে দিতে ছাদে সোজা—
কভু বা আসিছ ল'য়ে এক রাশি ভিজে কাপড়ের বোঝা ;
প্রতিটি কাপড় মেলিতে দেখি যে কাটে গো তোমার—
কম হ'লে তাও পাঁচটি মিনিট সকাল বেলার !
সবে মেলা শাড়ী তুলিয়া নিতেছ, আবার মেলিছ তারে,
তারি ফাঁকে ফাঁকে কয়ে যাও কথা,
আঁখি দিয়ে বারে বারে !
গোপন বারতা—শুধু তা প্রকাশ তোমার-আমার কাছে।
ভয় হয় তাই ভাষা দিতে নারি জানিল বা কেহ পাছে।
আষাঢ়ের একদিন,
গাঁথিতে ব'সেছি ছন্দের মালা, চিত্ত বাঁধন-হীন,
মনে পড়ে বারবার—
সে দিন নয়ন তোমারে প্রথম করিল আবিষ্কার।

অভিযান

গত দিবসের সারাটি রজনী বাদল ঝ'রেছে,
রৌদ্র জেগেছে প্রাতে—
তুমি লঘু পায়ে কাপড় মেলিতে
আসিলে মুক্ত ছাদে।
নয়নে নয়ন পড়িল যেমনি, বহিল প্রভাত হাওয়া—
উপরে ও নীচে চারিটি আঁখিতে নিমিষে হইল চাওয়া।
মুখ লুকাইলে হেসে,
আবার তখনি নয়ন তুলিয়া দাঁড়ালে সমুখে এসে।
লজ্জা ও প্রেম রক্তিম হ'য়ে দেখা দিল তব গণ্ডে,
চিত্তের মাঝে লাগিল পুলক, অনুরাগে নব রঙ্গে।
বাদল হাওয়ায় ভেসে আসা তব গোলাপী গায়ের গন্ধে,
মাতন জাগিল পরাণে আমার, ভুল হ'য়ে গেল ছন্দে।

কল্পনা হ'ল চূর্ণ—
তোমারি স্বপ্ন অন্তর তলে অধিকার নিল পূর্ণ।
কবিতা গেল যে ভেসে,
মানসী সে দিন মূর্ত্ত হ'ল কি বাস্তব প্রিয়াবেশে?
সে দিনের সেই বুটিদার লাল শাড়ী,

তনু নগ্নতা চাপা দিতে গিয়ে, রূপের আগুন
দিয়েছিল বিস্তারি।
সেই শাড়ী তুমি রোজ প্রাতে মেল মোর আঁখি সম্মুখে,
নয়ন মেলিতে তব রূপ-শিখা পড়ে যেন মোর চোখে।
তারি পাশে তব 'ভি-গলা' ব্লাউজ, রং তার লাল চন্দন,
জানায় আমায় তোমার বুকের বিষাদের স্পন্দন।

তৃপ্তি মেটে না মোর,
ফিকে হ'য়ে কেন আসে নয়নেতে রূপ-মদিরার ঘোর?
দেখি কতবার তবু বার বার—উন্মুখ হ'য়ে থাকি,
নয়নের পথে চঞ্চল পদে তব যাওয়া-আসা মাগি।
তাই গবাক্ষে তব প্রতীক্ষে আগমন ক্ষণ গণি,
অন্তর মম চিনিয়া ফেলেছে তব চরণের ধ্বনি।
চিত্ত নাচিয়া ওঠে—
যখনি ও রাঙা চরণের ধ্বনি ছাদের সিঁড়িতে ফোটে।
নিত্যই দেখা পাই,
মেঘলা প্রভাতে নীরব তুপুরে বেলা যবে যায় যায়।
প্রথম হইতে আজও প্রতিদিন তেমনি করিয়া ঠিক,
মোর পানে তুমি চেয়ে রও তুলি নয়ন নির্ণিমিখ।
নয়ন-লিপিতে লিখিয়া জানাও
তুমি ভালবাস মোরে—
আমিও তোমারে ভালবাসি—প্রিয়া—
ভালবাসি প্রাণ ভরে।
তবে সে নয়নে আজি হাসি সনে রয় যে উদাস ব্যথা,
যৌবন তব যাচে কি গোপনে গভীর পরশ সদা?
নাই তার পথ নাই—
তোমার আমার লাগিয়া সৃষ্ট তুটি বিচ্ছেদ ঠাঁই।



শেষ কথাটি

জীবন আমার বিষিয়ে গেছে,
মরণ আমার শিয়র তলে ;
শয্যা আমার স্বস্তি তরে,
ধরা মায়ের চিতার কোলে ।
তাইতো প্রিয়ে যাচ্ছি বলে,
সোহাগ ভরে শেষ কথাটি ;
আমার স্মৃতি বক্ষে ক'রে,
কাটিও গো দিন একলাটি ।
মরণ পরে চিতার প'রে
ছড়িয়ো গো ফুল যতন ক'রে,
ঢেলো কুসুম দু'হাত ভরে,
সিক্ত ক'রে আঁখির লোরে ।
ধীর চরণে দীনের চিতায়
নিতুই সাঁঝে এসো প্রিয়া,
গেও গো গান—যাও ভগবান,
মৃতের হিয়া জুড়াইয়া ।
জানি প্রিয়ে মরণ পরে,
বক্রধরা গাইবে কু-নাম—
কণ্ঠে তোমার ফুটবে শুধু,
সু-যশ আমার, আমার সুনাম ।